নিবেদিত
মুখার্জী প্রযোজিত
আঁধার

আর, ডি, বনশল নিবেদিত
সুধীর মুখার্জী প্রোডাকসন্সের

আঁধার সূর্য

প্রযোজনা ও পরিচালনা : **সুধীর মুখোপাধ্যায়**

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : **গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু**

সংগীত পরিচালনা : **রবীন চট্টোপাধ্যায়**

প্রধান সহকারীপরিচালক : বিনুবর্ধন॥ আলোকচিত্র পরিচালনা : অনিল গুপ্ত॥ চিত্রশিল্পী : জ্যোতি লাহা॥ সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী॥ শিল্প-নির্দেশনা : সত্যেন রায়চৌধুরী॥ গীতিকার : পুলক বন্দোপাধ্যায়॥ নৃত্য-পরিচালনা : গোপাল রায়, অচ্যুত দাস॥ শব্দগ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত, সোমেন চ্যাটার্জী, বাণী বাবু॥ রূপসজ্জা : শক্তি সেন॥ সংগীত, বহিঃশব্দগ্রহণ ও শব্দ-পুনর্যোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জী॥ কর্মসচিব : শৈলেন ঘোষ॥ ব্যবস্থাপনা : পরেশ ভট্টাচার্য॥ রসায়নাগারাধ্যক্ষ : মোহিনী তরফদার॥ স্থিরচিত্র : ক্যাপস্॥ যন্ত্রসংগীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা॥ পরিচয় লিখন : শচীন ভট্টাচার্য॥ প্রচার অংকন : বিদ্যুৎ চক্রবর্তী॥ প্রচার সচিব শৈলেশ মুখোপাধ্যায়॥

কণ্ঠ-সংগীত : **ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র,** হৈময়ন্তী শুকুল, প্রভাবতী মুখার্জী।

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও এবং ক্যালকাটা মুভিটোনে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত। বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে পরিস্ফুটিত।

পরিবেশনায় : **আর, ডি, বি, এণ্ড কোং**

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : গোপাল চ্যাটার্জী, অনুপ সেন॥ সংগীত : রবি রায়॥ পটশিল্প : কবি দাশগুপ্ত॥ রূপসজ্জা : অমল, সুভাষ॥ সাজসজ্জা : বিষ্টু দাস॥ শব্দগ্রহণ : বাবাজী, ঋষিবাবু॥ শব্দপুনর্যোজন : বলরাম বারুই, প্রভাত॥ সম্পাদনা : রবীন সেন॥ আলোকসম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন, সুভাষ, তারাপদ, সুনীল, কালী, রামদাস, রাম বিলাস॥ ব্যবস্থাপনা : রমনী দাস, সুধীর ঘোষ, পূর্ণিমা চক্রবর্তী।

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

পশ্চিম বঙ্গ সরকার, আসাম রাজ্য সরকার, স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন লিঃ, শ্রী এস, এন, রায়, শ্রীঅজিত গুপ্ত, ডাঃ জে, বি, চ্যাটার্জী, ডাঃ শান্তি ঘোষাল, মোবিলিটি প্রাঃ লিঃ, শামসুদ্দিন আমেদ, মিঃ আতাউর রহমান, মিঃ আর, টি, রিমবাই, মিঃ এইচ্, এন, দাস, সুনীল কুমার নাগ, অমূল্য দে, রণজিৎ নাগ।

: রূপায়ণে :

দীপ্তি রায়, রীণা ঘোষ, ছায়া দেবী, কমল মিত্র, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, তরুণ কুমার, দীপক মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, সমরকুমার, শৈলেন পাঙ্গুলী, অরুণ চৌধুরী, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, রবীন ব্যানার্জী, শক্তি মুখার্জী, সুব্রত সেন, সুবোধ পাল, মাঃ অরিন্দম, নন্দিতা দে, রজনী গুপ্তা, রুবী দাস, শুভ্রা নাথ, শ্যামলী, বুলা, আরতি, কল্পনা, বুচান ও আরও অনেকে।

মুখবন্ধ

কাহিনী সূত্রপাত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার মহানগর কলকাতায়··· নগরের অভিজাত এক পল্লীর সম্ভ্রান্ত বাসিন্দা মজুমদারসাহেবের গৃহের অভ্যন্তরে···মধ্যরাতের নিস্তব্ধতায়।

এই মধ্যরাতেও প্রৌঢ় মজুমদারসাহেব ঘুমোতে যান নি, গৃহাভ্যন্তরের একটি ঘরের বন্ধ দরজার সামনে অসহায় উৎকণ্ঠায় অস্থিরভাবে পদচারণা করছেন একটি বিধ্বস্ত মানুষের চেহারা নিয়ে।

পিছনে বন্ধঘরের দরজাখোলার আওয়াজ পেয়ে চমকে ফিরে তাকালেন মজুমদারসাহেব। খোলা দরজা ভেজিয়ে তাঁর কাছে ছুটে এলেন তাঁর স্ত্রী। চাপাস্বরে আলাপ শোনা গেল দু-জনার।

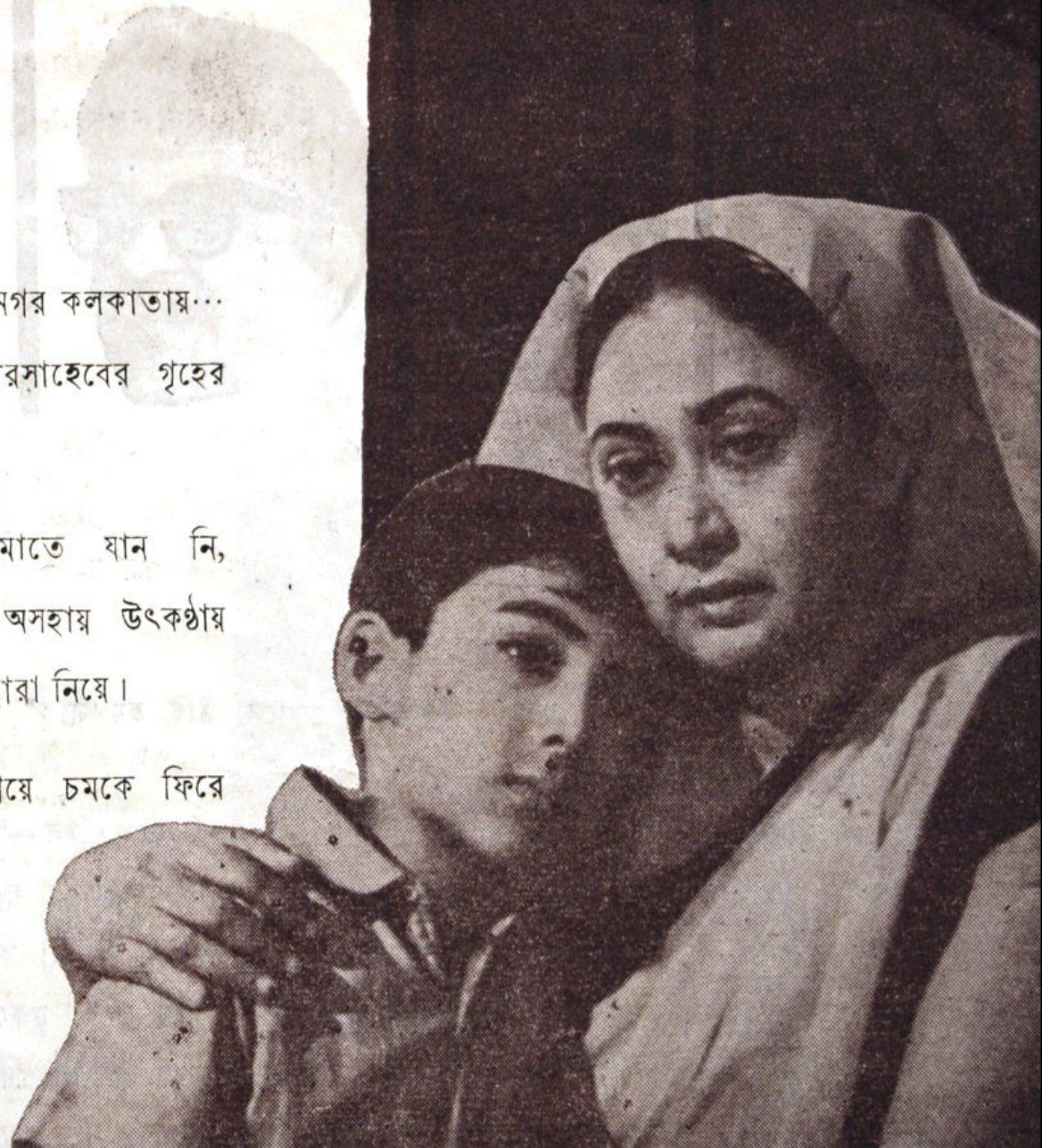

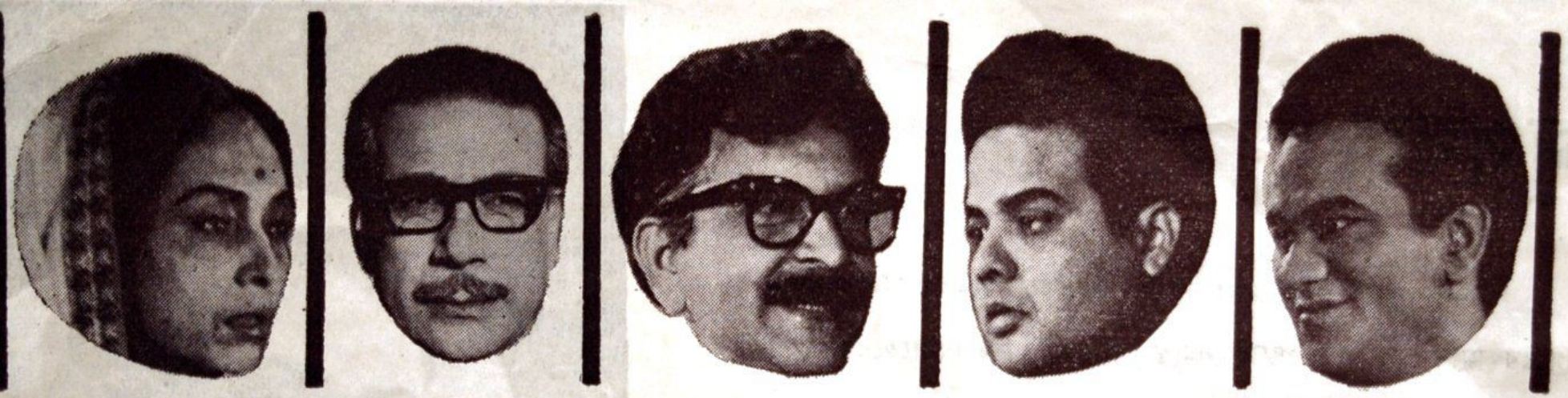

"ছেলে হয়েছে গো, ছেলে !"

"ছেলে ?"

হাঁগো, রাজপুত্তুরের মতো ছেলে !

"রাজপুত্তুর ? কোন অন্ধকার রাজত্বের ?"

"ওগো, অমন ক'রে বোলোনা। ওর কি কোনো ঠাঁই হয় না ?"

"ঠাঁই ? আবর্জনার আবার ঠাঁই কোথায় ?

সেই মূহুর্তে ঘরের দরজায় এসে এ্যাস্তে দাঁড়ানো নার্স ডাক দিল—"শিগ্‌গীর আসুন। পেশেণ্ট কেমন ক'রছে—"

মজুমদার গৃহিনী ছুটে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন আর তারপরই ঘর থেকে ভেসে এল তাঁর আর্তনাদ—

"অনু···অনু···অনু মা আমার···মা আমার···কথা ক···কথা ক মা আমার—"

আহত পশুর মতন টলতে টলতে মজুমদারসাহেব গিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আহত পশুর অবুঝ দৃষ্টি দিয়ে খাটের উপর তাঁর রক্তহীন, প্রাণহীন কন্যার পাশে সদ্যোজাত প্রাণের প্রকাশ দেখে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন—

"ভগবান, এ তোমার কেমন বিচার ?···যাকে রাখতে পারবো না, তাকে রেখে যাকে রাখতে চাই-তাকে নিয়ে গেলে কেন ?"

মজুমদারসাহেবের সেই কেন'র উত্তর ভগবান সেদিন দেন নি। আর্ত মানুষের কোনো প্রশ্নের উত্তরই কোনো দিন ভগবান দেন না। জগৎজুড়ে যে-নাটকের বিস্তার তিনি ক'রে চলেছেন—তারই মধ্যে মানুষকে খুঁজে নিতে হয়।

আঁধার সূর্যের কাহিনী সেইরকম একটি জীবন—জিজ্ঞাসা। মজুমদারগৃহের অভ্যন্তরে সেই মধ্যরাতের নিস্তব্ধতায় যার জন্ম, সেই আঁধারসূর্যের আপনাকে খুঁজে ফেরা—মায়ের স্নেহমমতায়, সমাজের ঘৃণাধিক্কারে এবং সবশেষে প্রেয়সীর প্রেমবেদনায়।

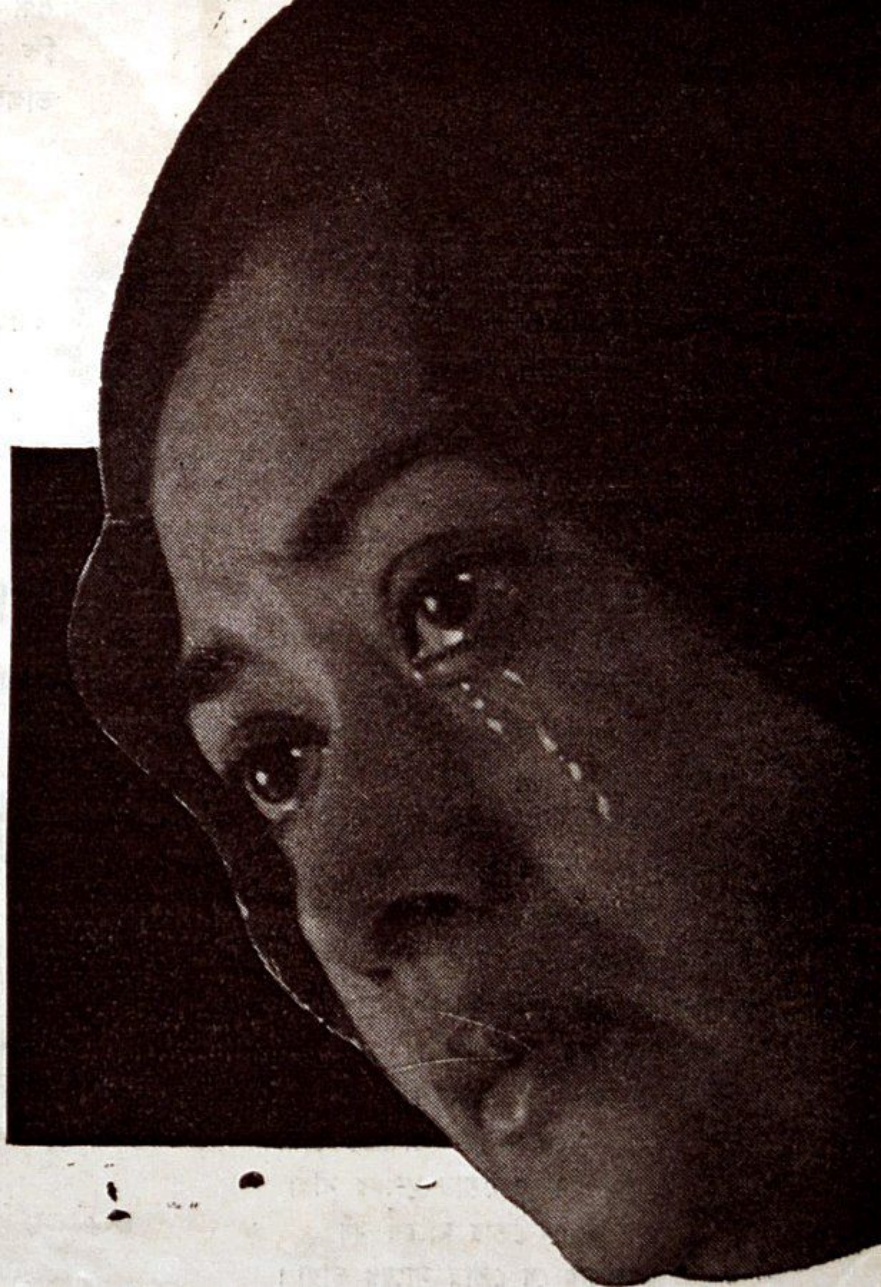

গান

(১)

মন্দিরেতে মানৎ করিস্
এটা পেলে সেটা দিবি
ভালই জানিস্ এটা পেলে
সেটা দিতে ভুলে যাবি।
এমনি গুণের ছেলে তোরা
ঘুষ দিতে চাস্ নিজের মাকে
আমার গুণময়ী মা যে রে
তোর সকল গুণই জেনে রাখে।
ভুলিস্ কেন তুই যে ছেলে
স্নেহ ত' তুই পাবিই পাবি
ভালই জানিস এটা পেলে
সেটা দিতে ভুলে যাবি।
তোদের ভড়ং দেখে লজ্জা পেয়ে
জিভ কাটে মা বুঝিস নাকি
যে মা তোকে দেয় যে সোনা
তাকে কি তুই দিবি ফাঁকি।
ভোলানাথ যার পায়ের নীচে
তাকে কিনা তুই ভুলাবি।
ছেলে হয়ে আজও তোরা
জানলি না তোর মায়ের মায়া
রক্তে যে তোর মায়ের মধু
মাথায় যে তোর মায়ের ছায়া।
সবকিছু যায় যাক হারিয়ে
কি করে তুই মা হারাবি
ভালই জানিস এটা পেলে
সেটা দিতে ভুলে যাবি।

(২)

উর্বশী— হায় একী হেরি আজ ইন্দ্রসভায়
যেন দেবরাজ শিরে হানি আপনার বাজ
মূর্চ্ছিত প্রায়
ইন্দ্র— দেবস্নেহ ধন্য
তোমা কাছে স্বরগের ঋণ
বাড়ে দিন দিন
উর্বশী— মোর সৃষ্টিতো স্বরগের জন্য
স্বর্গ সেবায় আমি ধন্য।
আদেশ করুন দেবরাজ
ইন্দ্র— তবে আজ দেবতার হিতে
রক্ষা করো স্বর্গের অমৃতে
উর্বশী— সেই সুধা কে নিয়েছে কোথা ?
ইন্দ্র— লয় নাই কেহ
নিলে নিঃসন্দেহ
স্বর্গ তার করিত শাসন
দহন করিত তারে দেব হুতাশন
উর্বশী— তবে ?
ইন্দ্র— ব্যর্থ করো।
ব্যর্থ কর স্পর্বিত মানবে
জ্ঞান সাথে ধ্যানেরে মিশায়
দেবতার অমৃত বিষায়
পড়ি সুধা ব্যাধি জরাজয়ী

(৩)

নতুন আলোর গান আমরা
ঘুম ভাঙ্গা বিহগীর কলরব
আঁধার সূর্যতাপে
পুরনো রাত্রি কাঁপে
সূর্যমুখীরা তাই করে উৎসব।
সবুজের উচ্ছল বন্যায়
অবুঝের কল্পনা প্রাণ পায়
অশান্ত অপরূপ আমরা
সুন্দর স্বপ্নের অনুভব।
জনকের স্নেহ আর
জননীর মমতা মধুর
শিশুর তীর্থ থেকে
তুলে আনি তরুনের সুর
জীবনের দুরন্ত তৃষ্ণায়
জাহ্নবী মেশে মন যমুনায়
অনন্ত ভালবাসা আমরা
অসম্ভবে করি সম্ভব।

(৪)

রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি
শ্রাবণের সুর বাজে
নন্দিত বন উল্লাসে বুঝি নাচে
ছন্দে ছন্দে রঙে রঙে অন্তরে মরে লাজে।
মন্দ্রিত মেঘে মেঘে
মল্লায় উঠে জেগে
রঞ্জিত পাখা মেলেছে ময়ূর
মন অঙ্গন মাঝে।
নিজেকে আমার নিজেরই অচেনা লাগে

কী যেন কী অনুরাগে
মল্লিকা বীথি দোলে
পবনের হিল্লোলে
উচ্ছল হিয়া এমন লগনে
কী সে চায় বুঝি নারে।
কার ছোঁয়া লাগে
একী শিহরণ
মন বলে কত চেনা
এ দুটি নয়ন
হৃদয় পেয়েছে খুঁজে
কে তার আপন
এ জীবন বলে ওঠে
এইতো জীবন।

(৫)

রাত নিঝুম হোক না আঁধার কালো
ঘরে আমার হাজার চাঁদের আলো
আমার ভাবনা কিসের আর।
আমি নাই বা পেলাম রূপনগরের বাঁশী
আমার ছোট্ট ঘরে তিন ভুবনের হাসি
আমায় ভুলায় বারে বার।
আমি তাই এসেছি সব পেয়েছির দেশে
আমার সকল চাওয়া যায় যদি যাক ভেসে
আমার এই তো অহঙ্কার।
তোমার সত্য আমার বুকে
আমি ভুলতে তাকে পারব না
আকাশ ভেঙ্গে আসুক প্রলয়
মায়ের মাটী ছারব না।
তোমার মন্ত্র আমার প্রাণের তপস্যাতে
আমি ভাগ্য লেখা লিখব নিজের হাতে।

আর.ডি. বনশল
নিবেদিত
কালিপদ দত্তগুপ্ত
প্রযোজিত

সারদা
চিত্রমন্দিরের

স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে

পরিচালনা
পীযূষ বসু

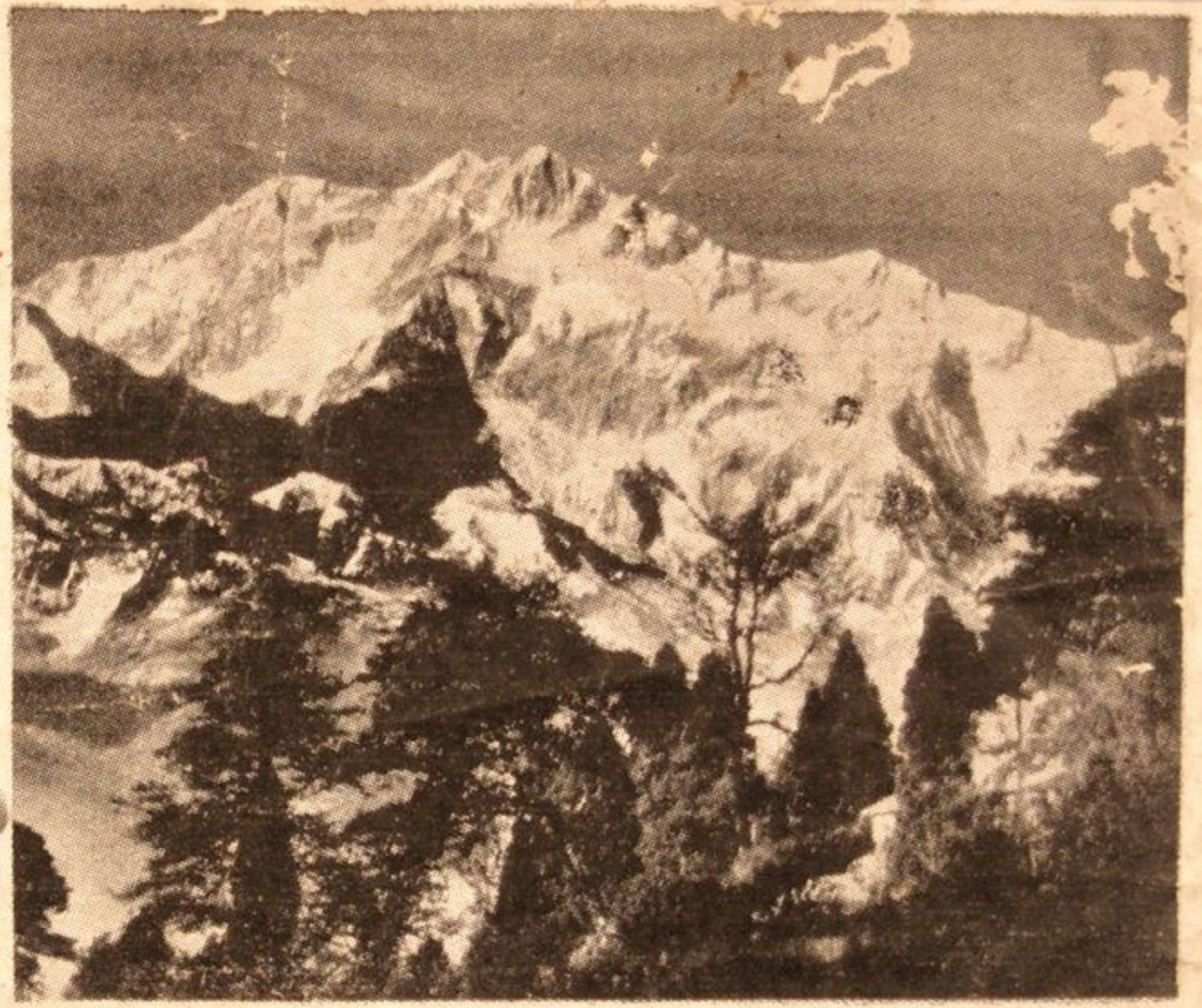

সংগীত/শৈলেশ রায় ● কাহিনী/কালকূট
ভূমিকায়/ মাধবী মুখোপাধ্যায় ● স্বরূপ দত্ত ● সুব্রতা চ্যাটার্জী ● দিলীপ রায়
তরুণকুমার ও বেবী রিতু ✻ চিত্রপরিবেশনায়/আর.ডি.বি এন্ড কোং

না : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়, আর, ডি, বি'র প্রচার ও জন-সংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।
ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত